দৈনিক ইত্তেফাক

042

02 APR 1988

গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান ভাষণ দেন। পার্শ্বে উপবিষ্ট প্রফেসর শামসুল হক —ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিরতা জাতির জন্য উদ্বেগের কারণ

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

গতকাল (শুক্রবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহম্মদ শামসুল হক সম্প্রতিকালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পরিলক্ষিত অস্থিরতাকে জাতির জন্য উদ্বেগের কারণ আখ্যা দিয়া বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাম্পাস বহির্ভুত শক্তির হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত রাখিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা ও স্বাধীনতার প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল হইতে পারিলে এইসব সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সন্ত্রাসমুক্ত হইবে এবং সময়ের সহিত তাল রাখিয়া জাতীয় উন্নয়নে সার্থক ভূমিকা পালন করিতে পারিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সমস্যাগুলির মূল কারণ যেহেতু ক্যাম্পাস বহির্ভূত এবং সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সহিত

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জড়িত, সেইহেতু ইহার সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের প্রভাবশালী মহলের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা অপরিহার্য।

গতকাল সকাল সাড়ে আটটায় কলাভবন সংলগ্ন সবুজ চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। বি এন সি, সি রেঞ্জার ও রোভার্স স্কাউটদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শনশেষে বিরাট মঞ্চের পার্শ্বে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের সাথে সাথে জাতীয় সঙ্গীতের মুর্ছনায় সমগ্র এলাকায় এক অনন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এইসময় সকল হলের প্রভোষ্টবৃন্দ নিজ নিজ হলের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল অপরাহ্নে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যান। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান তাঁহাকে স্বাগত জানান। প্রাক্তন ছাত্রী হিসাবে শেখ হাসিনা সতীর্থদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকচিত্র প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ ছাড়াও রোকেয়া হলে ছাত্রীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ছাত্রলীগ সভাপতি সুলতান মোঃ মনসুর আহমদসহ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ভিসি'র ভাষণের পর প্রধান অতিথি ভাষণ দেন। প্রো-ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বক্তব্য রাখেন। প্রফেসর শামসুল হক বলেন, মতের ভিন্নতা গণতান্ত্রিক সমাজের অগ্রগতির চিহ্ন। কিন্তু মতভিন্নতা এবং মত মেরুকরণ সমার্থক নয়। ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও অনেক উন্নয়নশীল দেশ ন্যূনতম ঐক্যমতের ভিত্তিতে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান ক্যাম্পাস পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়া বলেন, স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিতে সন্ত্রাস সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা ঐক্যবদ্ধভাবে ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা সংকল্পবদ্ধ। অস্ত্রের প্রদর্শনী এবং সন্ত্রাস বন্ধের প্রাথমিক দায়িত্ব আইন রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের উৎসমুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। বর্তমান সেশন জটকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করিয়া বলেন, এই সমস্যার আবর্তে আমরা একটি প্রজন্মকে হারাইতে বসিয়াছি। সমস্যা নিরসনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর বিধিবহির্ভুত কোন চাপ প্রয়োগ না করার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসাসহ সকল ভর্তি পরীক্ষা একটি সমন্বিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় আনারও আহ্বান জানান। সেশন জট প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই একটি কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম খোলার কথাও তিনি জানান। তিনি বলেন, চাপের মুখে কোন অযৌক্তিক দাবীর কাছে মাথা নত করা হইবে না। উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহীদের জন্য এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় (অন্ততঃ দুইটি) খোলার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। বিগত বছরটিতে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকার কারণ হিসাবে তিনি শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার কথা উল্লেখ করেন।

প্রো-ভিসি প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমেদ তাঁহার বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকসহ দেশবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

এবারের বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে দর্শক সমাগম ছিল প্রচুর। সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ক্যাম্পাসের টি, এস, সি, কার্জন হল, কলাভবনসহ বিভিন্ন এলাকায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক চলিয়াছে একের পর এক। সর্বাপেক্ষা ভীড় ছিল টি, এস, সি ভবনে। এই ভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল পৃথকভাবে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে রক্তদানের ব্যবস্থাও করা হয়। এই প্রথমবারের মত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' লিখিত গেঞ্জি ও পোষ্টার ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিক্রি করা হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস লেখা চাবির রিং ও কলমও বিক্রি হইয়াছে। এবার মূল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় বিকালে। তবে আমন্ত্রিত শিল্পীদের তালিকা ছোট থাকায় অনেকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।